بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

নিকাহর পূর্বে ভালোভাবে ইস্তেখারা করো।

মহানবী (সা.) অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যদি এর উপর আমল করি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বিয়ে অবশ্যই সুখের কারণ হবে। সর্বদা এমন দোয়া করা উচিত যে, বিয়ে সর্বদা প্রেম-প্রীতি ও ভালোভাসার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩রা মার্চ ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ,তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

ছেলে এবং মেয়েদের দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বিবাহের পর পারিবারিক সমস্যা, এগুলো এমন বিষয় যা ঘরে দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। বিয়ের পর পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়াদি বা সমস্যাবলী শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং উভয় পক্ষের পিতা-মাতার জন্যও দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ হয়। আর শুধু এতটাই নয়, বরং যদি সন্তান হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের মাঝেও তা দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির সূত্রপাত ঘটায়। আর অনেক সময় এ কারণে সন্তান-সন্ততি জাগতিক এবং ধর্মীয়–উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নষ্ট হতে থাকে, আর পিতা-মাতা ও পরিবারের জন্য অধিক দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি র কারণ হয়ে থাকে। এভাবে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও পেরেশানীর এক ধারা সূচিত হয়। প্রায় প্রতিদিনই আমার চিঠিপত্রে এমন বিষয়াদি সামনে আসে বা সাক্ষাতের সময় মানুষ তাদের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে থাকে। একদিকে মেয়েদের বিয়ের সমস্যা রয়েছে। পড়ালেখার

অজুহাতে সঠিক বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় না; যখন মেয়ের বিয়ের বয়স হয় তখন এই অজুহাত দাঁড় করানো হয় যে, এখন সে পড়ালেখা করছে। আর যখন বিয়ে হয়, বয়স বেড়ে গেলে পড়ালেখার পর যখন বিয়ে হয়, তখন পারস্পরিক বোঝাপড়া না হওয়ার যৌক্তিকতা দেখিয়ে ছেলে-মেয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সম্পর্কের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়। এরপর কোন কোন মেয়ের ক্ষেত্রে এমন কথাও সামনে এসেছে যে, তাদের এমন অনেক বান্ধবী এবং বন্ধু আছে যারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা তাদের মাঝে ফুৎকার করে যে, এ দেশে তোমার অনেক প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, স্বামীকে বল যে আমার অধিকার দাও, এই দাও, সেই দাও- নতুবা আমি তোমাকে আমার স্বামী মানি না; আর স্বামীর সব কথা মানাও উচিত নয়। এছাড়া অনেক সময় পিতা-মাতা নিজেরাও মেয়েদের এমন কথা শিখিয়ে থাকে, যার ফলে ছেলে-মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস হারিয়ে যায়, অথবা বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ সামনে আসতে থাকে বা হৃদয়ে দানা বাঁধে। পরিতাপের বিষয় হল, পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত মেয়ে বিয়ে হয়ে এখানে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে আসে, তারা এখানকার স্বাধীনতা দেখে, সমাজের রঙে রঙিন হয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত দাবি-দাওয়া উত্থাপন আরম্ভ করে। বরং অনেক সময় ঘর আবাদ করার পূর্বেই এখানে এসে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আর এটি শুধু মেয়েদেরই চিত্র নয় বরং ছেলেরাও এমনটি করছে। বরং ছেলেদের এমন কর্মকাণ্ডের অনুপাত মেয়েদের চেয়ে হয়তো একটু বেশিই হবে। আর এর কারণ হল, অধিকাংশ ছেলে এবং মেয়েরাও সোজা, সরল এবং সৎ কথা বলে না, যার সাথে বিবাহ-শাদীর বা দাম্পত্য জীবনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিয়ের সময় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সেগুলোতে সোজা, সঠিক এবং সত্য কথা বলার উপর বিশেষ জোর রয়েছে। দুই পক্ষের সামনে পুরো চিত্র তুলে ধরা হয় না। এছাড়া পিতা-মাতা অনেক সময় মেয়েদের উপর এই অজুহাতে চাপ সৃষ্টি করে বিয়ে দেয় যে, পরে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শিক্ষাগত পার্থক্য এবং জীবন-যাত্রার মানের ভিন্নতার কারণে দুই পরিবারের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে না।

যাহোক, ছেলে হোক বা মেয়ে, ছেলের শ্বশুর পক্ষ হোক বা মেয়ের শ্বশুর পক্ষ– এসব বিষয়ের জন্য কাউকে একশত ভাগ দায়ী করা যাবে না বা পুরো দোষ এক পক্ষের নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে দোষী হয়ে থাকে, আর কোন কোন

ক্ষেত্রে মেয়েরা দোষী হয়ে থাকে। এরপর, আমি যেভাবে বলেছি, পারিবারিক সমস্যাদি সন্তান-সন্ততির উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তান-সন্ততির উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আর তাদের পিতা-মাতার সম্পর্কচ্ছেদের পর সন্তান যার কাছেই থাকুক, তাদের উপর মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক আর অন্যান্য যোগ্যতা বা গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাব পড়ে। এছাড়া পিতা-মাতাও ছেলে-মেয়ের দাম্পত্য জীবনে হস্তক্ষেপ করে। আবার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত না করার কারণে এবং সত্য ও সরল কথা না বলার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, সত্য এবং সঠিক ও সরল কথার ভিত্তিতে কার্য সাধন করা হয় না, যা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে মেয়েদের হৃদয়ে ছেলে এবং তার পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক কথা থেকে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছেলের মা বা আত্মীয়-স্বজন মেয়ের সামনে বা পুত্রবধুর সামনে সবসময় ছেলের প্রশংসা করতে থাকে যে 'আমাদের ছেলে এমন, আমাদের ছেলে তেমন'; আর মেয়েকে কোন না কোনভাবে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। পুনরায় ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতেও ছেলেপক্ষ নাক গলিয়ে থাকে। এছাড়া মেয়েরা এই অভিযোগও করে যে, বিয়ের ফলে ছেলেদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় সেই দায়িত্ব তারা পালন করছে না, তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ নেই। যাহোক, অভিযোগ অনুযোগের এই ধারা উভয় পক্ষ থেকে উত্থিত হয় এবং হতে থাকে।

যদি একবাক্যে এই বিভিন্ন বয়ঃসীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত দাম্পত্য সমস্যার কারণ উল্লেখ করা হয় তাহলে তা হবে– ধর্মের সাথে দূরত্ব, ধর্মীয় শিক্ষার জ্ঞান না থাকা এবং আগ্রহের অভাব, আর জাগতিকতা ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। অতএব এসব বিষয়ের যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের তা করতে হবে। একদিকে আমরা নিজেদেরকে আহমদী বলি আর দাবি করি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এমনই যদি হয়ে থাকে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের এর সমাধান সন্ধান করতে হবে, যা আমরা কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় পাই। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা মুসলমান। আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা মেনেছি, যিনি আমাদের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছেন। এই অঙ্গীকার আমরা বিভিন্ন সময় পুনরাবৃত্তিও করি, কিন্তু যখন একে কার্যে রূপায়িত করার সময় আসে তখন আমরা ভুলে যাই। বিয়ে-শাদীর সময় ভালো ও সম্মানিত মানুষ, যারা বাহ্যত ধর্মের সেবক, তারাও এটিকে ভুলে যায়। অথচ বিয়ে-শাদী এবং বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে তো আমরা মহানবী (সা.) থেকে বিশেষ দিকনির্দেশনাও পেয়েছি যে, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। অতএব মহানবী (সা.)-এর এই কথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়; প্রথমত তার সম্পদের কারণে, দ্বিতীয়ত তার বংশের কারণে, তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তার ধার্মিকতার কারণে; অতএব তোমরা ধার্মিক মেয়ে নির্বাচন কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।' এ কথা যদি ছেলেরাও এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও সামনে রাখে, তাহলে মেয়েরা এবং তাদের

পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই ধর্মকেই প্রাধান্য দেবে। আর ধর্ম যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ যা মেয়ে এবং ছেলে এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে পরস্পরের মাথায় দানা বাঁধে, তা দূর হয়ে যাবে। আর যে ছেলে ধার্মিক মেয়ের সন্ধানে থাকবে আর ধর্মকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে, তাকে নিজের আমল বা ব্যবহারিক আচার-আচরণও ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত করতে হবে। আর যে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তার ঘরে বিনা কারণে ছোট ছোট বিষয়ে ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না। আর ছেলেপক্ষও মেয়ের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। পুনরায় ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, নিঃসন্দেহে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া পছন্দনীয়। তা সত্ত্বেও সব ছেলে সব মেয়ের জন্য উত্তম হয় না। তাই বিয়ের পূর্বে ইস্তেখারা করে নাও। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সেই সম্পর্কের জন্য কল্যাণ কামনা কর, বা খোদার দৃষ্টিতে যদি এই সম্পর্ক স্থাপন কল্যাণকর না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা হতে না দেন বা তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে বলেছেন যে, মহানবী (সা.) অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যদি এর উপর আমল করি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বিয়ে অবশ্যই সুখের কারণ হবে, আর কুরআনে বিয়ের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা যেন প্রশান্তি ও ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়, তা সৃষ্টি হবে। বিয়ে-শাদী এজন্য করা হয় যেন পরস্পরের জন্য প্রশান্তির কারণ হয় এবং প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, প্রথম যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল বিয়ের উদ্দেশ্য হল ধর্ম, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, তা-ই কর। সৌন্দর্যের মোহে আচ্ছন্ন বা ধন-সম্পদের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ বা শুধু উচ্চ বংশ যেন উদ্দেশ্য না হয়। প্রথমত নিয়্যত যেন নেক হয়, এরপর দ্বিতীয় কাজ হল বিয়ের পূর্বে অনেক ইস্তেখারা কর। অতএব বিয়ের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রশান্তি এবং ভালোবাসাপূর্ণ জীবনের জন্য যদি মানুষ দোয়া করে আর যদি এই দোয়া করে যে, 'হে আল্লাহ্! এতে যদি আমার জন্য প্রশান্তি এবং কল্যাণের উপকরণ থাকে তাহলে যেন এই বিয়ে হয়'। তাহলে দাম্পত্য জীবন খোদা তা'লার ফযলে অত্যন্ত সফল কাটে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, বিয়ের পরও শয়তান বিভিন্নভাবে হামলা করতে থাকে। তাই এই দোয়া সবসসময় করতে থাকা উচিত যে, বিয়ে বা দাম্পত্য জীবন যেন সবসময় শান্তি, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার মাঝে অতিবাহিত হয়। পুনরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইস্তেখারার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষভাবে নসীহত করেছেন যে,

বড় বড় কাজগুলোর একটি হল বিয়ে। তিনি বলেন যে, আমরা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকি। কিন্তু খোদা তা'লা হলেন আলেমুল গায়েব, তিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন। তাই প্রথমত ভালোভাবে ইস্তেখারা কর আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাও। বিয়ের খুতবায় যেসমস্ত আয়াত পঠিত হয় সেগুলোর প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন যে, এগুলোতে এই নসীহত রয়েছে যে, তাকওয়াকে সামনে রেখে আত্মীয়তার বন্ধন বা রক্ত সম্পর্কের বিষয়ে সাবধান হও। সহজ, সরল ও সত্য কথা বল। আর এটি দেখ যে আমি নিজের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছি। জীবনে সাফল্য যদি পেতে চাও তাহলে তাকওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয় দৃষ্টিতে রেখে তিনি বিয়ের খুতবায় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সে সম্পর্কে বলেন যে, ইস্তেখারার পর যখন বিয়ের সময় আসে, এই আয়াতগুলোতে সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সে যেন এই দোয়াগুলো করে এবং নিজের কর্মের পরিণাম সম্পর্কে যেন চিন্তা করে আর ভাবে। এরপর বিয়ের শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া শিখিয়েছেন যে, **'বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফিল খায়ের'**। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের আশিসমণ্ডিত করুন, তোমাদের উভয়ের উপর আশিস বর্ষণ করুন। আর তোমাদেরকে পুণ্যে সমবেত করুন'। অতএব যদি সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ এবং বরকতের বা মঙ্গলের দোয়া করা হয়, তাহলেই সম্পর্ক বরকত এবং কল্যাণ বয়ে আনে। অনেকেই পাক-ভারতীয় প্রভাবের অধীনে এখনো জাত-পাত বা বংশের চক্রে বা আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, বিয়ের প্রস্তাব আসলে দোয়া কর এবং ইস্তেখারা কর, ধর্মকে প্রাধান্য দাও। তাই কোথায় দোয়া করবে, ধর্মকে প্রাধান্য দিবে– এই বিষয়গুলো তাদের সামনে থাকে না; বরং জাতি, বংশ, গোত্র বা জাত-পাতকে তারা সামনে রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় শুধু এটি দেখা উচিত যে, যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে সে পুণ্যবান বা পুণ্য চালচলনের কিনা, আর এমন কোন ব্যাধি নেই তো যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে। আর স্মরণ রাখা উচিত, ধর্মের আঙিনায় জাত-পাত বা বংশের কোন গুরুত্ব নেই। শুধু তাকওয়া এবং পুণ্য প্রকৃতিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। অতএব এই হল মৌলিক নীতি যে তাকওয়া বা খোদা ভীতিকে প্রাধান্য দাও, বাকি সবকিছু বিদআত। অবশ্য কুফভ বা দুই পরিবারের মাঝে সামঞ্জস্য ও সমতার দিকটা দেখার নির্দেশ রয়েছে, তাই এটি দেখা উচিত। কিন্তু এটিও কঠোরভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত নয়।

অনেকেই নিজের বংশ নিয়ে বড় গর্ব করে। এমনই এক ব্যক্তিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার কঠোরভাবে ধৃত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে একবার এক ব্যক্তি আসে আর বলে যে, আমি সৈয়্যদ, আমার মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। আপনি এ উপলক্ষ্যে আমায় কিছুটা সাহায্য করুন। তিনি বলেন যে, আমি তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য সেই সমস্ত উপহার বা উপঢৌকন তোমাকে দিতে প্রস্তুত রয়েছি যা মহানবী (সা.) নিজ কন্যা ফাতেমাকে দিয়েছিলেন। এটি শুনতেই সেই ব্যক্তি অবলীলায় বলা আরম্ভ করে, আপনি কি আমার নাক কাটতে চান? তো যৌতুক বা উপহার-উপঢৌকনের প্রচলন এত বেশি, আর এর কারণে অনেক সমস্যারও সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন যে, 'তোমার নাক কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়েও বড় বা দীর্ঘ?

অনেক সময় মেয়েরা এমন খোঁটা এবং খোঁচাও শুনে যে, তোমার যৌতুক কম। এটি তাদের জন্যও শিক্ষনীয় বিষয় যারা মেয়েদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হানে। অনুরূপভাবে মেয়েপক্ষেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, যতটা সাধ্য

আছে মেয়েকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম বা উপহার-উপঢৌকন দেওয়া উচিত, কিন্তু বিনা কারণে নিজের উপর বোঝা টেনে আনা উচিত নয়। ইস্তেখারার পূর্বে যেখানে বিয়ের বা সম্পর্ক করার ইচ্ছা হয় , সেই মেয়েকে দেখাও উচিত। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, সে আনসারের এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বললো যে, না, দেখি নি। রসূলে করীম (সা.) বলেন যে, প্রথমে তাকে দেখে আস, কেননা আনসারের চোখে কোন জিনিস থাকে। অতএব মেয়ে দেখা, মেয়েপক্ষের ঘরে গিয়ে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন কোন ছেলেপক্ষ অহঙ্কারবশতঃ মেয়েদের ঘরে নিজের ছেলে নিয়ে যায় যে, আমরা মেয়ে দেখতে এসেছি কেননা রিশতানাতা দপ্তর এই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আর এরপর আমি যেভাবে বলেছি, সেখানে গিয়ে অহঙ্কারবশতঃ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা অদ্ভুত প্রকৃতির হয়ে থাকে; অথচ তারা পূর্বে ছবিও দেখে থাকে, বায়োডাটাও আদান প্রদান হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়কে দীর্ঘায়িত করে। আর এ সময়ের ভিতর জাগতিকভাবে কোন ভালো প্রস্তাব আসলে পূর্বের প্রস্তাবকে তারা উপেক্ষা করে। এটি একটি ভ্রান্ত রীতি।

ধর্ম বিয়ের যে উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে তা যদি মেনে চলা হয়, তাহলে মেয়েদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত আসার কথা নয়। আর ছেলে বা তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে অহঙ্কার প্রদর্শন বা আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলার ঘটনা ঘটত না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'কুরআন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পরহেযগার থাকার উদ্দেশ্যে বিয়ে কর। বিয়ের উদ্দেশ্য কী? বিয়ের উদ্দেশ্য হল পরহেযগার থাকা। আর বিয়ে হওয়ার পর নেক সন্তান লাভের জন্য দোয়া কর। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেন যে, مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ (সূরা আন্-নিসা: ২৫) অর্থাৎ তোমাদের বিয়ে এজন্য হওয়া উচিত যেন তোমরা তাকওয়া এবং পরহেযগারীর দুর্গে প্রবেশ কর। মুহসেনীনএর একটি অর্থ হল, যে বিয়ে করে না সে কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাধিতেই নিমজ্জিত হয় না, বরং দৈহিক রোগ-ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়। অতএব, কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের তিনটি উপকারিতা রয়েছে, আর এই উদ্দেশ্যেই বিয়ে করা উচিত। সেগুলো কী? একটি হল পবিত্রতা ও পরহেযগারী অর্জন, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, আর তৃতীয়টি হল সন্তান বা বংশবিস্তার। অতএব এই কথাগুলো যদি সামনে থাকে তাহলে সম্পর্ক করার সময় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। জাগতিকতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে মানুষের প্রথমে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত, আর এসব বিষয় সামনে রেখে বিয়ে করা উচিত।

কোন কোন ঘরে ঝগড়া-বিবাদ আর অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল– বিয়ের পর মেয়ে যখন স্বামীর কাছে আসে তখন স্বামীর কাছে আলাদা বাড়ি থাকে না, তাই সে নিজের পিতা-মাতার সাথে বসবাস করে; কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতাও থাকে, পৃথক ঘর ভাড়া করার মত ছেলের অতটা আয়-উপর্জন নেই, আর ছেলে যদি ছাত্র হয় তাহলেও বাধ্যবাধকতা থাকে। আর মেয়েরও জানা থাকা উচিত যে, ছেলের স্বল্প আয় বা বাধ্যবাধকতার কারণে পৃথক ঘর নেয়া কঠিন। আর এমন পরিস্থিতিতে কিছুদিন তার শ্বশুর বাড়িতে থাকা উচিত। কিন্তু অনেক সময় এই কারণে মেয়ে এবং তার পিতা-মাতা তড়িঘড়ি করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়, অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর খোলা নিয়ে নেয়। এগুলো ভ্রান্ত রীতি। শ্বশুরবাড়িতে যদি থাকতে না পারে তাহলে পূর্বেই বলা উচিত, আর এত তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে করা উচিত নয়। কেননা, ছেলের অবস্থা এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু কোন কোন ছেলে নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বভাব বা প্রকৃতির বশে অথবা পিতা-মাতা বলার কারণে বা তাদের চাপ প্রয়োগের ফলে তাদের সাথে থাকে, অথচ তারা পৃথক ঘর ভাড়া করতে পারে; আর অজুহাত দেখায় যে, পিতা-মাতা বয়ঃবৃদ্ধ, তাই তাদের সাথে থাকা প্রয়োজন। অথচ অন্যান্য ভাই বোনও পিতা-মাতার সাথেই থাকে, আর অন্যান্য ভাই-বোন না থাকলেও পিতা-মাতার সার্বিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য এমন নয় যে তারা পৃথক থাকতে পারবে না। এটি শুধু ছেলের পিতা-মাতার হঠকারিতা হয়ে থাকে, আর কিছু নয়। ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলে? আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا
عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ

(সূরা আন্-নূর: ৬২) অর্থাৎ অন্ধের বিরুদ্ধে কোন দোষ বর্তাবে না, আর খোঁড়ার বিরুদ্ধেও না আর রুগীদের বিরুদ্ধেও কোন দোষ বর্তাবে না, আর তোমাদের উপরও কোন দোষ বর্তাবে না যদি তোমরা নিজেদের ঘর থেকে বা

পিতা-পিতামহের ঘর থেকে খাও বা মায়েদের ঘর থেকে খাও। এটি এক দীর্ঘ আয়াত, কিন্তু এ অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরে শ্বাশুড়ি ও পুত্রবধুর ঝগড়ার অভিযোগ করতে থাকে। কুরআনী শিক্ষা যদি মেনে চলা হয় তাহলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। দেখ, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, ঘর পৃথক পৃথক হওয়া উচিত। মায়ের ঘর পৃথক হবে আর বিবাহিত ছেলে-মেয়ের ঘর পৃথক হবে। ঘর যদি পৃথক হয় তবেই খাবারের প্রশ্ন আসবে। অতএব, কোন বাধ্য-বাধকতা যদি না থাকে তাহলে পৃথক ঘর নেয়া উচিত। পৃথক ঘর থাকলে যেখানে শ্বাশুড়ি-পুত্রবধু এবং ননদ-ভাবীর সমস্যার সমাধান হবে, সেখানে ছেলে এবং মেয়ের নিজ নিজ দায়িত্ববোধের চেতনাও বৃদ্ধি পাবে। এখানে এটিও বলতে চাই যে, অনেকেই মেয়েদের বিয়ের পূর্বে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে যে তার নিজের ঘর আছে কিনা অর্থাৎ সে ঘরের মালিক কি-না, যদি না থাকে তাহলে বিয়ে দিবে না। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি আচরণ। অতএব জাগতিক লোভ লিপ্সার পরিবর্তে মেয়েপক্ষের উচিত ছেলের ধর্ম দেখা, সে ধার্মিক কি-না; ঘর তো ধীরে ধীরে হয়েই যায়, যদি ঘরে প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা থাকে। অনুরূপভাবে, কোন কোন জায়গা থেকে বা কোন কোন দেশ থেকে আমার কাছে এই অভিযোগও আসে যে, আমাদের কতক মুরব্বী যারা পাশ করেছে, মানুষ তাদের কাছে এজন্য মেয়ে দিতে চায় না যে, সে মুরব্বী, সে ওয়াকফে জিন্দেগী। এটিও ভ্রান্ত রীতি, কেননা ধার্মিকতা দেখা উচিত। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের নসীহত করছেন যে, মহিলাদের কথা শুনে তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত করে বসো না, আর তাদের সাথে ভ্রান্ত আচরণ বা দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের কথাকে অপছন্দ করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (সূরা আন্-নিসা: ২০) অর্থাৎ আর তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর, সুন্দর ব্যবহারের মাঝে জীবন অতিবাহিত কর।

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ (যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর) فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا অথচ আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলেন যে, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! দেখ, তোমাদের স্ত্রীর কোন কথা যদি অপছন্দ হয় তাহলেও তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। আল্লাহ্ বলছেন, তিনি এতে কল্যাণ রেখে দিবেন। হতে পারে একটি কথা সত্যিকার অর্থে ভাল, কিন্তু তোমার কাছে তা অপছন্দনীয় মনে হয়। অতএব, যে সমস্ত স্বামীরা স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে বা সুন্দর ব্যবহার করেনা বা মহিলাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না বা তাদের কোন কথা অপছন্দ করে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে বা অন্যায় ব্যবহার করে বা দুরাচরণ করে, তাদের জন্য নসীহত হল মহিলাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।

পুনরায় পুরুষদের দ্বিতীয় বিয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনার কারণে অনেক সমস্যা মাথাচাড়া দেয়, ঘরে ঝগড়া-বিবাদ বিরাজ করে। পুরুষদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে দ্বিতীয় বিয়ের যদি অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে তবে তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে এবং বৈধ প্রয়োজনের নিরিখে দেয়া হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, সন্তান-সন্ততিও আছে, হাসি-খুশি আনন্দমুখর পরিবার, অথচ এখানকার প্রভাবের কারণে বা আল্লাহ্ তা'লা কিছুটা স্বচ্ছলতা দিলে মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিয়ে করবে বা অবৈধ বন্ধুত্ব স্থাপন করে বিয়ে করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, তা সামনে রাখা উচিত।

তিনি আরো বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র মূল ইচ্ছা হল, তোমাদের উপর যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা প্রভুত্ব করতে না পারে। তাকওয়ার পরিপূর্ণতার জন্য যদি সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পার। দ্বিতীয় বিয়েও তাকওয়ার উদ্দেশ্যে করা উচিত। অতএব, বিয়ে বৈধ; কিন্তু যারা বিয়ের বাসনা রাখে বা দ্বিতীয় বিয়ের বাসনা যাদের মাথায় ছেয়ে আছে, তাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে বিয়ে করছে নাকি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এমন করছে।

পুনরায় তিনি বলেন, তাই স্মরণ রাখা উচিত, যারা কামনা-বাসনার দাসত্বে একাধিক বিয়ে করে তারা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে। প্রতিটি দিন যা উদীত হয় আর প্রতিটি রাত যা আসে– যদি সে তিক্ততার মাঝে জীবন না কাটায়, আর কম কাঁদে বা আদৌ না কাঁদে এবং বেশি হাসে, তাহলে স্মরণ রেখ, এটি ধ্বংসের লক্ষণ।

পুনরায় মহিলাদেরকেও তিনি নসীহত করেছেন যে, যদি বৈধ প্রয়োজনে পুরুষ বিয়ে করতে চায় তাহলে হৈচৈ করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, তোমাদের দোয়া করার অধিকার আছে যে আল্লাহ্ যেন

তোমাদের জীবনে এই সমস্যা আসতেই না দেন। পুরুষদেরকে যেভাবে বলেছেন যে, শুধু কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিয়ে করা উচিত নয়, মহিলাদেরকেও তিনি নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) বলছেন, 'আমাদের এ যুগে মহিলারাও কিছু বিশেষ বিশেষ বিদআতে লিপ্ত। তারা একাধিক বিয়ের অনুমতিকে অত্যন্ত অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে, যেন তাদের এতে ঈমানই নেই। তারা জানে না যে, আল্লাহ্‌র শরীয়তে সকল পরিস্থিতির চিকিৎসা রয়েছে। অতএব, ইসলামে যদি একাধিক বিয়ের বিষয়টা না থাকত তাহলে এমন পরিস্থিতি, যেক্ষেত্রে পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য হয়, এই শরীয়তে তার কোন বিহিত থাকত না। উদাহরণস্বরূপ, যদি মহিলা পাগল হয়ে যায় বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় বা চিরদিনের জন্য এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয় যা অকেজো করে দেয় বা এমন কোন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন মহিলা আর কোন কাজের থাকে না আর অকেজো হয়ে যায় আর পুরুষও যদি নিরুপায় হয় এবং সে যদি স্ত্রী ব্যতীত থাকতে না পারে, এমন পরিস্থিতিতে পুরুষের শক্তি-বৃত্তির উপর দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়া একটা অন্যায় বা যুলম। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার শরীয়ত এইসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখেই পুরুষদের জন্য পথ খোলা রেখেছে। আর বাধ্যবাধকতার সময় মহিলাদের জন্যও পথ খোলা আছে যে, পুরুষ যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলে সালিশের মাধ্যমে খোলা নিতে পারে, যা তালাকের স্থলাভিষিক্ত।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সদস্যদের, নর-নারী উভয় শ্রেণিকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন তাদের পারিবারিক সমস্যা আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুসারে সমাধান করেন। আর জাগতিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করার পরিবর্তে ধর্ম যেন প্রাধান্য পায়, খোদাভীতি বা খোদার ভয় এবং তাকওয়া যেন সব সময় অগ্রগণ্য থাকে। একইভাবে, নতুন বিয়ে-শাদীর সমস্যাও আল্লাহ্ তা'লা দূরীভূত করুন, অনেক সমস্যা সামনে আসছে। ছেলে-মেয়েদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, আর এই কথা বুঝার সামর্থ্য দিন যে, বিয়ে-শাদী শুধু জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয় বরং ধর্মকে অগ্রগণ্য করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মের পথে পরিচালনার জন্য যেন হয়, আর পবিত্র বংশবিস্তার যেন এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত বা নিরাপদ থাকে, আর ইসলামের সেবক হিসেবে বড় হয় আর এভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে।

খোতবার শেষে হুজুর (আইঃ) দু'টো হাজের জানাযা আর দু'টো গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথম হাজের জানাযা জনাব মোহাম্মদ নওয়াজ মোমেন সাহেবের, যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। দ্বিতীয় জানাযা এখানকার জনাব সৈয়দ রফিক আহমদ সাফির সাহেবের, যিনি সার্বিটন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গায়েবানা জানাযার প্রথমটি হল ডা. মির্যা লাঈক আহমদ সাহেবের, যিনি সাহেবযাদা মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পৌত্র। দ্বিতীয় জানাযা গায়েব জনাব আমিনুল্লাহ খান সালেক সাহেব-এর, যিনি আমেরিকার সাবেক মিশনারী ছিলেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba) Bangla, 3rd March, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B